দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 31 AUG 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

হল দখলের নেপথ্যে

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি সুদূরপ্রসারী কোন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে অস্থিতিশীল করে তোলা হচ্ছে

মোয়াজ্জেম হোসেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবে খুলবে? এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার মতো কোন কর্তৃপক্ষ এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। এগারোটি আবাসিক হল দখলের পর ক্যাম্পাসে যে বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার অবসান কবে ঘটবে কেউ বলতে পারছেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আবাসিক হলে থাকেন এমন এক ছাত্র বললেন, "আমরা এখন অবরুদ্ধ ক্যাম্পাসে যুদ্ধের ক্ষণ গুণছি।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের ১১টি হলই এখন বহিরাগত অস্ত্রধারীরা নিয়ন্ত্রণ করছে। ক্যাম্পাসের উত্তর অংশে সূর্যসেন হল, জসীমউদ্‌দীন হল, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল দখল করে রেখেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। মুহসীন হল, এফ রহমান হল, জহুরুল হক হল, জগন্নাথ হল এবং সলিমুল্লাহ হল দখল করেছে ফরিদপুর গ্রুপ নামে পরিচিত ছাত্রলীগের (শা-পা) একটি সশস্ত্র গ্রুপ। অপরদিকে কার্জন হল এলাকার শহীদুল্লাহ হল এবং

(১৫ এর পাতায় দেখুন)

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি

(প্রথম পাতার পর)

ফজলুল হক হল নিয়ন্ত্রণ করছে 'বহুজাতিক গ্রুপ' নামে পরিচিত ছাত্রলীগের অপর একটি সশস্ত্র গ্রুপ।

আবাসিক হলগুলোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণকারী এই তিনটি গ্রুপই স্ব স্ব হল দখলে রাখার জন্য প্রচুর সংখ্যক বহিরাগত অস্ত্রধারীদের এনে জড়ো করেছে ক্যাম্পাসে। পুলিশ প্রহরা সত্ত্বেও তাদের সামনে দিয়েই ক্যাম্পাসে অস্ত্রের চালান এসে পৌঁছাচ্ছে। ক্যাম্পাসের ছাত্র, শিক্ষক সবার দৃষ্টি এখন শনিবার ছাত্রদলের আহূত ধর্মঘটের দিকে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে এক সপ্তাহের যে অনির্ধারিত ছুটি ঘোষণা করেছিলেন তা শেষ হয়ে গেছে। অপরদিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল 'বহিরাগতদের' নিয়ন্ত্রণ থেকে হলগুলো মুক্ত করার দাবিতে শনিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট পালনের ডাক দিয়েছে। সবার আশঙ্কা, শনিবারের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে গত ক'দিনের যুদ্ধবিরতি ভেঙ্গে গিয়ে সশস্ত্র লড়াই শুরু হয়ে যেতে পারে।

ক্যাম্পাসে এখন তিনটি গ্রুপেরই অভিন্ন লক্ষ্য হচ্ছে বাকি হলগুলোতে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। ছাত্রলীগের ফরিদপুর গ্রুপ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে হটিয়ে দিয়ে এফ রহমান হল এবং মুহসীন হল দখল করে নেয়ার পর তাদের পরবর্তী টার্গেট এখন সূর্যসেন হল। ছাত্রলীগের বহুজাতিক গ্রুপ শহীদুল্লাহ হল এবং ফজলুল হক হল থেকে এসে জগন্নাথ হল দখলের কয়েক দফা চেষ্টা চালিয়েছে। যে কোন উপায়ে তারা এই হলের দখল নেয়ার জন্য শক্তি সংহত করছে। অপরদিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ৪টি হলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এখন তাদের সমস্ত কর্মীকে এনে জড়ো করেছে সূর্যসেন হলে। তাদের আপাত লক্ষ্য সূর্যসেন হলের দখল টিকিয়ে রাখা এবং পরবর্তী লক্ষ্য মুহসীন হলে দখল পুনর্প্রতিষ্ঠা। ছাত্রদলের এক শীর্ষস্থানীয় নেতা জনকণ্ঠকে বলেন, "পিছু হঠতে হঠতে আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। এটি আমাদের অস্তিত্বের লড়াই।"

ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, তিনটি সশস্ত্র গ্রুপের পিছনেই বড় দুটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সমর্থন রয়েছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সূত্রে জানা গেছে, ক্যাম্পাসে পূর্বের অবস্থা অর্থাৎ হাতছাড়া হয়ে যাওয়া ৪টি হলে ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রণ পুনর্প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত তারা ক্ষান্ত হবে না। দলের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের কাছে এ ধরনের নির্দেশই এসেছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতারা এখন সর্বক্ষণিকভাবে তাদের নিয়ন্ত্রিত হলগুলোতে অবস্থান করছেন। মহানগরী ছাত্রদলের এক নেতাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সংগঠনের বিভক্ত আর্মস ক্যাডারদের সংগঠিত করার। 'খ্যাতিমান' সাবেক ক্যাডারদের ক্যাম্পাসে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে যারা সংগঠনের অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

ছাত্রলীগের ফরিদপুর গ্রুপের নেতৃত্বে আছে সলিমুল্লাহ হলের ছাত্রলীগ নেতা শামীম আহমেদ। ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে, যুবলীগের এক নেতা এবং পুরনো ঢাকা থেকে নির্বাচিত একজন সংসদ সদস্যের আশীর্বাদ রয়েছে এই গ্রুপটির পিছনে।

শহীদুল্লাহ হল এবং ফজলুল হক হলে অবস্থানকারী ছাত্রলীগের বহুজাতিক গ্রুপের নেতৃত্বে রয়েছেন ইকবাল হোসেন অপু, খিজির হায়াত লিজু, বিমল কৃষ্ণ প্রমুখ। জানা গেছে, ছাত্রলীগের এই গ্রুপটির প্রতি সমর্থন রয়েছে গোপালগঞ্জ থেকে নির্বাচিত একজন সংসদ সদস্যের যিনি মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হতে না পেরে আওয়ামী লীগ হাই কমান্ডের উপর ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ।

হল দখলের নেপথ্যে

হঠাৎ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে ওঠার পিছনে রাজনৈতিক কারণের পাশাপাশি ক্যাম্পাসে ২০ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজের চাঁদার ভাগাভাগিও অনেকটা দায়ী বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। কার্জন হল এলাকায় ১০ কোটি টাকায় মোকাররম হোসেন খন্দকার বিজ্ঞান ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে গেছে। কার্জন হল এলাকায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে আরেকটি প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। শহীদুল্লাহ হল এবং ফজলুল হক হলের অবস্থান এই এলাকায় বলে ছাত্রলীগের বহুজাতিক গ্রুপ এই দুটি হলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের শহীদুল্লাহ হল শাখার একটি অংশ নতুন কমিটিতে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব না পেয়ে দলের ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। এরা সম্প্রতি ছাত্রলীগের বহুজাতিক গ্রুপে যোগ দেয় এবং শহীদুল্লাহ হল ও ফজলুল হক হল থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে বিতাড়িত করে। ছাত্রলীগের ফরিদপুর গ্রুপের এক নেতা জানান, শহীদুল্লাহ হল এবং ফজলুল হক হলের অবস্থান চাঁদাবাজির জন্য কৌশলগত দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই দু'টি হলে থেকে শিক্ষা ভবনের ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট, নগর ভবন এবং গণপূর্ত বিভাগের ঠিকাদারির পার্সেন্টেজ আদায় সহজতর। তাই সবার লক্ষ্য ছিল ঐ দুটি হলের দখল নেয়া। ছাত্রদল দীর্ঘদিন এই দুই হল একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। জগন্নাথ হল থেকে বিতাড়িত ফরিদপুর গ্রুপের একটি অংশ এবং অন্যরা মিলে বহুজাতিক গ্রুপ গঠন করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা নেয়ার দুদিনের মধ্যে এরা শহীদুল্লাহ হল দখল করে। কিন্তু পুলিশ দুদিন পরেই তাদের হল থেকে বের করে দেয়। জুলাই মাসের মাঝামাঝি ছাত্রদলের একটি অংশের গ্রীন সিগন্যাল থেকে এরা শহীদুল্লাহ হলে এসে ওঠে।

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি সুদূরপ্রসারী কোন পরিকল্পনা থেকেও অস্থিতিশীল করে তোলা হচ্ছে বলে কয়েকটি সূত্রে আভাস পাওয়া গেছে। গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের এক নেতা জানান, ১৫ আগস্ট জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত হলগুলোতে জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচীতে বাধা দেয়া এই পরিকল্পনার অংশ হতে পারে। কিন্তু এই কাজটি ছাত্রদলের জন্য বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল থেকে সম্প্রতি ছাত্রলীগে যোগদানকারী মুহসীন হলের ছাত্রনেতা আবদুল কাদের জনকণ্ঠকে বলেন, "ছাত্রদলের টাঙ্গাইল গ্রুপের প্রতাপে আমরা দীর্ঘদিন কোণঠাসা ছিলাম। কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিলাম না। ১৫ আগস্ট মুহসীন হলে শোক দিবসের কর্মসূচীতে বাধা দানের ঘটনার পর আমরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নেই ছাত্রলীগে যোগ দেয়ার। এর আগে থেকেই ছাত্রলীগের ফরিদপুর গ্রুপের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল।"